উচ্চমাধ্যমিক: ফল মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে

আজকাল

শুল্কযুদ্ধের চাপে ভারতের দিকে হাত বাড়াচ্ছে চীন

www.aajkaal.in কলকাতা ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ৮ মার্চ ২০২৫ শহর সংস্করণ* ৬.০০ টাকা ১৬+৪ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

বাণী দিয়ে ভিজবে না চিড়ে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন— অভাব বাস্তবতার

সঞ্জীব আচার্য্য

কর্ণধার, সেরাম গ্রুপ

মোঃ ৯৮৩০০ ১২১৫৪

"বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তাঁর নর"।

আমাদের অর্ধেক আকাশ নারীদের। এখন মহাকাশ থেকে সমুদ্র, যুদ্ধ থেকে আন্দোলন, সঙ্গীত থেকে খেলাধুলো, এমন বিজ্ঞান থেকে সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই এখন মেয়েদের জয়জয়কার। আজকের এই লেখার অবতারণা আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে নিয়ে। এবছর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম করা হয়েছে Accelerate Action, গত বছর ছিল Invest in women, accelerate progress। ভারতের প্রেক্ষাপটে আমরা পেয়েছি রাণী লক্ষীবাঈ, ইন্দিরা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, কল্পনা চাওলা, লতা মঙ্গেশকর, শকুন্তলা দেবী, অরুন্ধতী রায়, মেরি কম, কিরণ বেদী সহ আরও অসংখ্য মহীয়সী মহিলাদের। এসব স্মরণীয় বরেণ্য মহিলাদের দেখানো পথে আমরা কতদূর এগিয়ে যেতে পেরেছি সে হিসেব কোনদিনই করা হয়নি। নারী দিবসের দিনে (৮ মার্চ) গুটিকয়েক আলোচনা সভা, রঙচঙে অনুষ্ঠান আর সেমিনার করে আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে চিল চিৎকারে ডুবে থাকি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস শুধু উদ্যাপনের দিন নয়। এটি একটি অঙ্গীকারের দিন, সবদিনই আমাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে হবে, প্রতিটি নারীর জন্য একটা নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করার। আমরা সেই পথ তৈরি করার থেকে কতটা দূরে রয়েছি তা মহিলাদের ওপর সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা থেকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দেশে 'অভয়া' কথাটি এখন বহুল প্রচারিত, যা এসেছে নারীদের ওপর পৈশাচিক ঘটনার পরিণতির কারণে। প্রতি বছর ৮ মার্চ মঞ্চে মঞ্চে ঘোষিত হয় মহিলাদের সুরক্ষিত করার জন্য অমোঘ বাণী। অথচ ঘোষকরাই মঞ্চ থেকে নেমে ভুলে যান তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। নারীদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। নারী শিক্ষার প্রসার, কর্মক্ষেত্র নারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, নারী সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমে নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে হবে এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সচেতনতা বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা একান্ত কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

সম্প্রতি কোভিড অতিমারির সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবদি প্রাপ্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান বলছে মেয়েদের সঙ্গে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম এগেইনস্ট ওমেন, চাইল্ড ম্যারেজ সহ বিভিন্ন আক্রমণ ও অপরাধের মাত্রা বাড়ছে। ২০২১ সালে জাতিপুঞ্জের একটি হিসেব থেকে জানা গেছে ৪৩.৫ কোটি মহিলা দিনে ১৩৫ টাকার কম রোজগার করেন। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের চাকরি ১৯ শতাংশ ঝুঁকির মুখে। ভারতে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৮ শতাংশ নারীদের ভাগ্যে। সুতরাং গোটা বছর ধরেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে পালিত হওয়া উচিত নারী দিবস, তা আন্তর্জাতিক মাত্রাতেই হোক বা জাতীয় ক্ষেত্রেই হোক।